মশগুল

কৈশোরের কথকতা

সেপ্টেম্বর ২০২৩

গোড়ার কথা

অনেক দিনের পরে আবার আমরা হাজির মশগুল এর নতুন সংখ্যা নিয়ে। টিম মশগুল এর বড়োদের হাজারটা কাজের চাপে আর কিশোরী কিশোর নেতাদের পড়াশোনা আর অন্যান্য ব্যস্ততার ভিড়ে মশগুল আড়াল হলেও হারিয়ে যায়নি। আমাদের সকলের মনের মধ্যে সে অভিমান করে বসে ছিল আর মাঝে মাঝেই উঁকি ঝুঁকি মেরে মনে করিয়ে দিত নতুন সংখ্যার কথা। এই করতে করতে কেটে গেছে অনেকটা সময় আর আমাদের চারপাশে বদলেও গেছে অনেককিছু ।বড়োদের তো বটেই বিশেষ করে ছোটরাও নির্ভরশীল হয়ে পরেছে ইন্টারনেট আর মোবাইল ফোনের উপর। পড়াশোনার কারণে ছোটোদের হাতে মোবাইল ফোন যাওয়াতে তাদের অনেকেরই পড়াশোনায় যেমন সুবিধা হয়েছে আবার এর সাথে সাথে তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা যেমন বেড়েছে সেরকম ভাবেই অনেকের মধ্যেই সৃজনশীলতার নানান প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে অডিও ভিডিও বা আরও নানান রকমের জিনিসপত্র বানাতে বানাতে।

তবে সবটাই যে ভালো হয়েছে সেটাও বলা যাবে না। নানান ধরণের বিপদের সম্মুখীনও হয়েছে অনেকেই। অতিরিক্ত ফোনের নেশা যেমন পড়াশোনার ক্ষতি করেছে ঠিক সেরকম ভাবেই নানান ভাবে নির্যাতন, নিগ্রহ, তছরুপ বা হেনস্তার শিকার হয়েছে অনেক ছোটরা।

কিছুদিন আগে আমাদের করা একটা সমীক্ষা থেকে এরকম ভালো খারাপ অনেক অনেক ঘটনা যখন উঠে এলো তখন মনে হল আবার মশগুল এর কথা। তবে সত্যি বলতে কি একটা গোটা পত্রিকা ছাপিয়ে বের করা যতটা না মুশকিল তার থেকে অনেক পরিশ্রমের সেটা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাই সবার মতামত দিয়ে এবার থেকে শুরু হলে মশগুল ই ম্যাগাজিন।

ছোট বড় সকলকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আর হ্যাঁ, সকলের মতামত, আলোচনা, সমালোচনা এই সবকিছুর অপেক্ষায় থাকলাম আমরা তালাশ এর পুরো টিম।

আয়েশা সিংহ
তালাশ এর পক্ষ থেকে

প্রথম ফোনের অভিজ্ঞতা

তালাশ এর পক্ষ থেকে শিশু আর যুব সম্প্রদায়ের সাথে গত কয়েক বছর ধরেই কাজ চলছে জেন্ডার (সামাজিক লিঙ্গ) আর প্রযুক্তি নিয়ে, যাতে আমরা বুঝতে পারি তাঁদের স্বপ্ন, জীবন, সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি। এছাড়াও আমরা তাঁদের শেখাতে চেষ্টা করি অনলাইন নিরাপত্তা আর সুরক্ষা সংক্রান্ত নানান বিষয়, সামাজিক লিঙ্গভিত্তিক হিংসা প্রতিরোধের উপায়, দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা এবং নিজেদের কথা প্রকাশ করার নানান সৃজনশীল পদ্ধতি।

এই কাজ করতে গিয়েই আমরা জানতে চেয়েছিলাম ওদের প্রথমবার নিজেদের ফোন পাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা। কারণ, বড়োরা দরকারে বা আবদারে ছোটোদের হাতে ফোন দিলেও তার সঙ্গে হয় থাকে কিছু না কিছু শর্ত অথবা কড়া নজরদারি তাই একেবারে নিজের একটা ফোন পাওয়ার স্বপ্ন সব ছোটদেরই থাকে আর সেই স্বপ্ন পুরণ হওয়ার আনন্দ আর উত্তেজনাটাই আলাদা।

আমাদের বাড়িতে যখন প্রথম ফোন আসবে শুনে আমার খুব উত্তেজিত লাগছিল আর আমি আমার যত বন্ধু ছিল সবাইকে সেকথা বলেছিলাম। মা যেদিন সন্ধেবেলায় ফোন নিয়ে এলো তখন আমি আনন্দে কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। আর যখন আমার নিজের প্রথম ফোন হল তখন আমার খুব মজা হয়েছিলো আমি সবার আগে ইনস্ট্রাগ্রাম ডাউনলোড করে রিলস বানিয়েছিলাম। ফোন ব্যবহার করে আমি ক্লাস করা আর রিলস বানানো ছাড়াও ফ্রি ফায়ার গেম ডাউনলোড করে অনেকরাত অবধি খেলতাম আর ইউটিউব থেকে নাচের ভিডিও ডাউনলোড করে নাচ শিখতাম।

প্রিয়াঙ্কা গুপ্তা, তিলজলা

যখন মা আমার জন্য ফোন কিনে নিয়ে এলো তখন আমি আমার সব বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে এনেছিলাম আর অনেক গেম ডাউনলোড করেছিলাম। তবে পড়াশোনাও করতে হয়েছিল, কারণ পড়ার জন্যই ফোন এসেছিল, যদিও তখন পড়তে ভালো লাগতো না শুধু মনে হতো গেম খেলি।

প্রীতি গুপ্তা, বেহালা

বন্ধুদের বলেছিলাম আমার নিজের ফোন হলে সবাইকে বিরিয়ানি খাওয়াবো, কিন্তু যেদিন ফোন এলো আমার সেদিন আমার কাছে কোন টাকা ছিল না বলে ওদের কাউকে জানাইনি খাওয়ানোর ভয়ে। পরে যখন ওরা জানলো তখন আমাকে ওদের বিরিয়ানি খাওয়াতেই হয়েছিল।

রাহুল সিং, রাজাবাজার

আমাদের বাড়িতে শুধু আমার দাদার কাছে ফোন ছিল, আমি নানান অজুহাতে ওর থেকে ফোন চাইতাম আর গেম খেলতাম। তখন ভাবতাম যে আমার যদি একটা নিজের ফোন হতো তাহলে অনেক গেম ডাউনলোড করবো আর সারা রাত গেম খেলবো। মাঝে মাঝে লুকিয়েও দাদার ফোন নিয়ে খেলতাম। কিন্তু পরে যখন নিজের ফোন এলো তখন আর গেম খেলতেই ইচ্ছে করতো না।

প্রিয়াঙ্কা সাউ, বীরভুম

আমাদের বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ ছিল তাই কারো কোনো ফোন ফোন ছিল না। তাই তখন অন্যদের বাড়িতে গিয়ে তাদের ঘরের কাজ করে দিতাম, রান্নায় সাহায্য করে দিতাম তাই তাঁরা আমাকে ফোন দেখতে দিতো। লকডাউনের সময় একটা **NGO** থেকে আমাদের পুরানো ফোন দিয়েছিল পড়ার জন্য, রিচার্জ আমরা নিজেরাই করতাম, ফোন পেয়ে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল আর মনে হয়েছিলো লোকের কাছে যেতে হবে না। পরে আমি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে কাজ করতে শুরু করলাম আর কাজ করে পয়সা জমিয়ে একটা ফোন কিনেছিলাম।

সুদীপা দেব, নাকতলা

বাকিটা পরের পাতায় ...

প্রথম ফোনের অভিজ্ঞতা

আগের পাতার পরে ...

লকডাউনের সময় যখন অনলাইন ক্লাস হতে শুরু করলো তখন আমাদের কাছে ফোন ছিল না। পাশের বাড়িতে ফোন ছিল তাই ওদের বাড়িতে গিয়ে ক্লাস করতাম। তার পরে যখন বাবা একটা ছোট ফোন কিনলো তখন আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। কেনার আগে ভাবছিলাম যে ফোনটা কেমন হবে, কি কি ফিচার্স থাকবে এইসব। বাবা স্যামসাংয়ের একটা ছোট ফোন কিনেছিল আর ওটাতেই আমরা তিন বোন ক্লাস করতাম। কিন্তু আমাদের সবাইকে বাবা ফোন ছুঁতে দিত না শুধু আমার দিদি ছুঁতো কারণ বাবার ভয় হত যদি ফোন খারাপ হয়ে যায় বা পড়ে ভেঙ্গে যায়।

দীপা কুমারী, জামশেদপুর

যখন আমাদের প্রথম ফোন এলো তখন আমি এত উৎসাহিত হয়ে পরেছিলাম যে সবাইকে ডেকে ডেকে বলেছিলাম আমাদের ফোন আসবে। এমনকি যার সাথে কথা বলতাম না তাকেও বলেছিলাম। কি করবো বুঝতে উঠতে পারছিলাম না। আনন্দে খিদেও পাচ্ছিল না।

শাম্মা খাতুন, তিলজলা

আমাদের ঘরে যখন মায়ের ফোন এসেছিল তখন আমার মা বেসিক ফোন চালাতে জানতো না তাই আমি আর আমার ভাই মাকে ফোন চালানো শিখিয়েছিলাম আর মাকে শিখিয়ে খুব মজা পেয়েছিলাম।

অদিতি পোদ্দার, বীরভুম

আমি নিজে হাতখরচের টাকা জমিয়ে জমিয়েও মোবাইল কেনার টাকা জোগাড় করতে পারছিলাম না। তখন আমি পাড়ার তিনজন বাচ্চাকে টিউশন পড়াতে শুরু করি। সেই টাকা জমিয়ে যেদিন নিজের ফোন কিনতে পেরেছিলাম সেদিন খুব আনন্দ হয়েছিল আর চোখে জল চলে এসেছিলো।

আদিল শেখ, মালদহ

আমাদের বাড়ীতে আমি প্রথম বড় ফোন কিনি নিজে রোজগার করে। আগে একটা টেপা ফোন ছিল বাবার। আমার ফোন টা আসাতে আমার যত না আনন্দ হয়েছিল তার থেকে অনেক আনন্দ পেয়েছিল আমার ভাই বোন।

সুকান্ত মণ্ডল, দমদম

জীবন বদলের গল্প

এশার বয়স ১৬, সে থাকে কলকাতার তিলজলা এলাকাতে বাবা, মা, ভাই বোন আর ঠাকুমার সাথে। ওরা যে বস্তিতে থাকে সেখানেই ওর কাকা, জেঠারাও থাকেন। রক্ষণশীল পরিবার হওয়ার কারণে পড়াশোনা করলেও এশাকে ছোট থেকেই শুনে আসতে হয়েছে যে একটু বড় হলেই তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে। প্রতিবছর এশা একটা করে নতুন ক্লাসে ওঠে আর মনে মনে ভয় পায় এই বুঝি বাড়ি থেকে বিয়ে ঠিক করে দিল। পড়াশোনায় দারুন ভালো না হলেও এশার রেজাল্ট কখনই খুব খারাপ হয় না, বরং ওর ভাই বোনেদের মধ্যে ওই পড়াশোনায় ভালো। আগ্রহ থাকলেও বাইরে গিয়ে খেলাধুলা বা নাচগান করা ওর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রাইমারী স্কুল শেষ হতেই। বাড়ির আর পরিবারের বড়োরা সবসময় ওকে বেশী বেশী করে ঘরের কাজ করতে বলতো, রান্নাবান্না শিখতে বলতো বিয়ের পরে সেগুলো দরকারে লাগবে বলে।

ক্লাস সেভেনে থাকতে থাকতেই এশা রীতিমত ঘরের কাজে দক্ষ হয়ে গিয়েছিল বাধ্য হয়েই। মায়ের সাথে ঘর গোছানো, রান্না করা, ভাইবোনদের দেখভাল, ঠাকুমার সেবাযত্ন আর বাড়ির সক্কলের জন্য ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে একসময় এশা নিজেও মনে করতে শুরু করে দিয়েছিল সে পরিবারের একটা বোঝা, আর তাই এভাবেই তাকে সব কাজ করে যেতে হবে বিয়ে না হওয়া অবধি। আর বিয়ের পরের তো কাজ আরও বাড়বে, সেটাও মনে মনে ভেবেই রেখেছিল এশা।

লকডাউনের সময় যখন স্কুল বন্ধ হলো, তখন পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেলো কারণ সেই সময়েই ওর মায়ের শরীর খারাপ হওয়াতে বাড়ির সমস্ত কাজ এশাকেই সামলাতে হতো। ক্লাস নাইনেই এশার পড়ার সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছিল কারণ বাড়ির বড়োরা মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছিল যে ভালো পাত্র পেলেই ওর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে। বিয়েটা হয়তো হয়েও যেত যদিনা ওর বাবার আগের কাজটা চলে যেত। কিছুদিন ওর বাবা বেরোজগার হয়ে যাওয়াতে ওদের আর্থিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যাওয়াতে বিয়েটা বানচাল হয়ে গেল।

এশার এক বন্ধু থাকে ওদের পাড়াতেই, যার মোবাইল ফোন থেকে মাঝে মাঝে এশা গেম খেলতো আর ভিডিও দেখতো। ওখানেই ও একদিন একজন মুসলিম মেয়ের জীবনের গল্প দেখে যে পরিবারের সমর্থন না পেয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নেয় লুকিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার আর সফলভাবে তা করতেও পারে।

অনেক ভেবে এশা নিজের জমানো কিছু টাকা আর বন্ধুদের থেকে টাকা ধার করে একটা পুরনো একটা ফোন কিনলো আর মাকে অনেক বুঝিয়ে মাঝে মাঝে এলাকার একটা এনজিও-তে যেতে শুরু করলো। আর তারপরে গোপনে ভর্তি হলো একটা ওপেন স্কুলে। বাড়ির কাজের ফাঁকে যতটা সম্ভব পড়তো আর সুযোগ পেলেই ওই এনজিও-তে গিয়ে ক্লাস করতো।

দারুন না হলেও মোটামুটি রেজাল্ট করে এশা মাধ্যমিক পাশ করে ২০২২ সালে। ওর বাবা আর ঠাকুমাকে ব্যাপারটা জানাতে আর বোঝাতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল ওর মাকে আর ওকে। এখন এশার বারো ক্লাস, পড়ার চাপ বেড়েছে। সংসার এর কাজ করেও ও চালিয়ে যাচ্ছে নিজের পড়া, আর স্বপ্ন দেখছে একটা অন্য জীবনের। তবে শুধু ও একা নয় ওকে দেখে ওর মতন করে অন্যরকম জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ওর বোনেরা আর ওর পাড়ার ছোট বড় সমবয়সী আরও অনেক মেয়েরাও।

আমি নাসিরুদ্দিন, বাড়ি মালদা জেলার কুমার গঞ্জে। আমি পড়াশুনার সাথে সাথে সব্জির ব্যাবসা করি। আমার স্মার্ট ফোন নেওয়ার প্রতি সেইরকম ইচ্ছা ছিল না তাই আমি বোতাম ফোন ব্যাবহার করতাম, বোতাম ফোনের সাহায্যে আমার কাজ হয়ে যেত, কিন্তু সময় এর সাথে সাথে চাহিদা ও বাড়লো ইচ্ছাও হলো স্মার্ট ফোন কেনার জন্য। শুনেছিলাম স্মার্ট ফোন দিয়ে হাজার মাইল দূরের মানুষটির সাথেও কথা বলা যায়, আমার বাবা সৌদি আরব দেশে কাজ করতে গিয়েছিল তাই স্মার্ট ফোন কিনেছিলাম, সেই সময় আমার বাবা আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকলেও স্মার্ট ফোনের জন্যই বাবা আমাদের কাছেই ছিল। প্রতিদিন বাবার সাথে ভিডিও কলে কথা বলতাম। স্মার্ট ফোন আমার জীবনে আরো এক বড় বদল এনে দিয়েছে। আমি সব্জি ব্যাবসা করি অনেক গ্রাহক সব্জি কিনে নেওয়ার পর বলতো "বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছি তাই পরে টাকা নিয়ে নিও", আমার কাছে কোন উপায় না থাকায় বাধ্য হয়ে সেটাই করতাম আর তারজন্য আমার ব্যবসায় সমস্যা হত। স্মার্ট ফোন নেওয়ার পর যখন আমি আমার দোকানে ডিজিটাল পেমেন্ট এর ব্যাবস্থা করি তারপর আমার ভাগ্য বদলে যায় এখন সবাই আমার দোকানে ডিজিটাল পেমেন্ট করে তার জন্য হয়তো বর্তমানে আমি আমার এলাকায় সবচেয়ে বড় সব্জি ব্যবসায়িক। ধন্যবাদ স্মার্ট ফোন আমার জীবন বদলে দেওয়ার জন্য।

আমার নাম মহম্মদ সেলিম, আমার বাড়ি মালদা জেলার রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের কুমার গঞ্জে। আমার প্রথম ফোন নিয়ে আমার অনুভূতি অসাধারণ ছিল। আমি স্মার্ট ফোন নি ২০২২ সালে ১ বছর আগে। আমার সমস্ত বন্ধুদের কাছে স্মার্ট ফোন ছিল শুধুমাত্র আমার কাছে ছিল না, বন্ধুরা যখন ফোন নিয়ে পাবজি গেম খেলতো আমি তাদের পাশে বসে ওদের খেলা দেখতাম। ফোন আমাকে কিনতে হবে এটাই সবসময় মাথায় ঘুরপাক খেত। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পরে চলে গেলাম চেন্নাই কাজ করতে। সেখানে কাজ করে আসার পর ফোন কিনেছি। আজ আমি খুব খুশি এই ফোন দিয়ে আমি আমার সুন্দর মুহূর্তগুলোর ফটো তুলে রাখি, আজ ফোন আছে বলে আমার পড়াশুনার জন্য ইউটিউব এ ভিডিও দেখে আমার অনেক সাহায্য হয়। যখন আমার ফাঁকা সময় থাকে আমি গেম খেলি, গান শুনি। ফোন আছে বলে মনে হচ্ছে দুনিয়া এখন আমার কাছে।

ফোন যখন বন্ধু

লক ডাউনের যখন বাবা মায়েরা আর অন্যান্য বড়োরা একরকম বাধ্য হয়েই ছোটোদের হাতে নিজেদের বা নতুন ফোন তুলে দিলো তখন তাঁদের মনের মধ্যে হাজার হাজার দুঃশ্চিন্তা ছিলো ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে উচ্ছন্নে যাবে আর তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে এই ভেবে। এই সব খারাপ চিন্তা যে একদমই অমুলক ছিল সেটা বলা ভুল হবে। ছেলেমেয়েরা নিজেরাই স্বীকার করেছে মোবাইল ফোন আর ইন্টারনেট তাদের কাছে দারুন পছন্দের ব্যাপার আর ওসব নিয়ে সময় কাটাতে তাদের বেদম ভালো লাগে। ওদের মধ্যে অনেকেই আবার এটাও মেনে নিয়েছে যে হাতের কাছে ফোন থাকলে পড়াতে মন বসাতে ওদের খুব মুশকিল হয়। নিজেরা না হলেও বন্ধুরা ফোনের নেশায় পড়াশোনায় খারাপ হয়ে গেছে এমন ঘটনার কথাও বলেছে কেউ কেউ।

তবে ফোনের সাহায্যে যে অনেক ভালো আর কাজের জিনিস জানা যাচ্ছে আর নানান তথ্য নিমেষের মধ্যে হাতের মুঠোতে এসে উপকার হচ্ছে সেটা স্বীকার করেছে সকলেই। শিক্ষা সংক্রান্ত জিনিস দেখতে পাওয়া, ডাউনলোড করা, অন্যের সাথে আদানপ্রদান করে লেখাপড়াতে আগের থেকে বেশী সুবিধা হচ্ছে সেটা সবাই জানিয়েছে।

পড়াশোনা ছাড়াও অনেকেই কাজের বা ট্রেনিং এর খবর পেয়েছে অনলাইনে। শুধুমাত্র ভিডিও দেখে দেখে কাজ শিখে রোজগার করছেও অনেকে।

সানি র বয়স এখন ২০, ও অন্যান্য ছেলেদের থেকে একটু আলাদা । বাইরে খেলাধুলা বা সমাজের বলা "পুরুষালি" কাজগুলোর থেকে ওর বেশী ভালো লাগতো ঘরের কাজ আর মেক-আপের খুঁটিনাটি। সেইজন্য ওকে "মেয়েলি" তকমা দিয়ে হেনস্তা করা হতো বাড়িতে, স্কুলে, পাড়ায়। তাই স্কুল বাদে বাকি সময় ও বাড়িতেই থাকতো একা একা। হাতে ফোন পেয়ে ও নিজেই নানান ভিডিও দেখে শিখে নিয়েছিল মেক-আপের নানান জিনিস আর একটু একটু করে নানান উপকরণ জোগাড় করে সেসব চর্চা করতো বাড়িতে। ওর মা বাবা এসব জানতে পেরে ওকে ভর্তি হতে সাহায্য করে একটা ট্রেনিং স্কুলে। ভালো করে শিখে আর ট্রেনিং শেষ করে সানি এখন কাজ করছে একটা মেক-আপ স্টুডিয়োতে একজন সহকারী হিসেবে।

সানির মতই দীপিকা, লক্ষ্মী, শবনম এখন অনলাইনে যোগাযোগ করে শিখছে কম্পিউটার আর স্পোকেন ইংলিশ। রাহুল এর ইউটিউব চ্যানেলের প্রথম মাসের রোজগার হয়েছে ৪৩২০ টাকা। কবিতা ওর মায়ের হোম ডেলিভারির ব্যাবসা অনলাইনে সামলাচ্ছে। বড়বাজার থেকে জিনিস কিনে এনে অনলাইনে একটা অ্যাপ থেকে সেসব বিক্রি করে সংসার চালাতে সাহায্য করছে আক্রাম, রোহিত আর করণ।

ফোনে বিপদ

সমীক্ষার সময় যে ছেলেদের সাথে কথা বলা হয়েছিল তাদের মধ্যে **৯০%** বেশী ছেলেরা জানিয়েছিল যে তাদের সবাই ফোনে বেশিরভাগ সময় কাটায় গেম খেলে। অনলাইনে নানান ধরণের খেলা তারা খেলে থাকে যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু খেলাতে নাকি পয়সা রোজগার করা যায়। চেনা দাদা বা বন্ধুরা তো বটেই অনেক বন্ধু যারা অনলাইন ফ্রেন্ড তাদের সাথে মিলে দলেও খেলা হয় অনেক রকমের। এই খেলা খেলতে গিয়ে আনন্দ হলেও নানা ধরণের বিপদের কথাও জানিয়েছে ছেলেরা। টাকা তছরুপ, হেনস্থা, হিংসা মারামারি, ব্ল্যাকমেলিং এর মতন ঘটনার কথা জানিয়েছে অনেকেই। যদিও অনেকেই সরাসরি নিজের অভিজ্ঞতা বলে জানায় নি, তবে প্রায় প্রত্যেকেই জানিয়েছে যে তাদের চেনা জানা অনেকের সাথেই এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে।

কয়েকজন ছেলে যারা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিল তাদের একজন হল সাহিম, সে একসময় পাগলের মতন দিনরাত পাবজি খেলতো চেনা আর অনলাইনের বন্ধুদের সাথে। নিজের ফোন না থাকায় সে মায়ের ফোন নিয়ে খেলতো। হটাত একদিন সে জানতে পারে তার ব্যাক্তিগত কিছু ছবি অন্যদের ফোনে চলে গেছে আর তারপর তার মায়ের ফোন থেকে ৬০০০ টাকা কেউ নিয়ে নেয় অনলাইনে। সাহিম আরও বেশি ভয় পেয়ে যায় যখন অচেনা কেউ ওকে টাকা চেয়ে হুমকি দিতে থাকে। পরে বড়োদের একজন ব্যাপারটা জানতে পেরে ওকে নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানায়। পরে দুজন এই ব্যাপারে জড়িত থাকার কারণে ধরাও পরে।

অনলাইনে বন্ধুত্ব করে বিপদে পড়েছে অনেকেই। ছেলে এবং মেয়ে সকলেই জানিয়েছে যে তারা অনলাইনে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে ঠকেছে। এক বা একাধিক মিথ্যে পরিচয়ের মানুষ তাদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েছে বা নিতে গিয়েছে। নিজের অভিজ্ঞতা হিসেবে না জানালেও বন্ধুর সাথে হয়েছে এইভাবে তারা অনেক ধরণের ঘটনার কথা জানিয়েছে যার মধ্যে আছে অশালীন কথা লেখা বা ছবি / ভিডিও পাঠানো। প্রেমের অভিনয়, পালিয়ে যাওয়ার বা পালিয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব, যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার প্রস্তাব, ভিডিও কলে না চাইতেই শরীর গোপনাঙ্গ দেখানো আর দেখাণোর অনুরোধ। এছাড়াও কেউ কেউ জানিয়েছে হুমকি, শাসানি বা ব্লাকমেলিং এর কথা।

প্রায় সব জেলা থেকেই উঠে এসেছে লকডাউনের পরের সময়ে বাড়তে থাকা অনলাইন বন্ধুত্ব থেকে প্রেম ভালোবাসা, বাড়ি থেকে পালানো, বেআইনি অল্পবয়স এর বিয়ে আর একসঙ্গে থাকার জন্য ধরা পরার কথা। এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই এখনও সরকারী শিশু আবাসে আটকা আর ছেলেরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগে সংশোধনাগারে আটকে আছে।

জরুরী খবর

অপরাধ সম্পর্কে আমরা যতটা জানি আইন বা আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে আমাদের জ্ঞান অনেক কম। সাধারন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরাই আইনের কথা শুনলেই ঘাবড়ে যায় আর শিশুরা তো বোঝেই না ব্যাপারটা কি। তার উপরে আমরা আইন বলতেই বুঝি ইংরেজি কঠিন ভাষার ছোট্ট ছোট্ট লেখার একটা বই। এই সমস্যার সমাধানে প্রখ্যাত ক্রাইম বিশেষজ্ঞ বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রী বিভাস চ্যাটার্জী বাংলা একটি অ্যাপ তৈরি করেছেন যেখানে বাংলা ভাষায় সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়া আছে সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত ভারতীয় আইন ও এর সাথে জড়িত আরও অনেক তথ্য।

"সাইবার আইন" নামে এই অ্যাপ টি Google Play Store থেকে আপনিও ডাউন লোড করে রাখতে পারেন আপনার মোবাইল ফোনে।

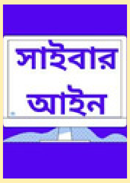

ছোটোদের অনলাইন নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছেন তালাশ ছাড়াও আরও অনেক সরকারী বেসরকারী সংস্থা এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ **/ West Bengal Commission for Protection of Child Rights (WBCPCR)** এবং ইউনিসেফ **(UNICEF)**

ফোন নিয়ে স্বপ্ন

তালাশের পক্ষ থেকে ছোটোদের সাথে সমীক্ষার সময় বা তার আগে পরে যে সমস্ত আড্ডা বা গল্পগুজবের আয়োজন করা হয়ে থাকে সেখানে আমরা অনেক সময়ই জানতে চেয়েছি এই "একেবারে নিজের একটা ফোন" এর জন্য ছোটরা এত্ত ব্যাকুল কেন ? তার উত্তরে আমরা যা যা জেনেছিলাম তার মধ্যে আরও ভালো করে পড়াশোনা করার কথা ছাড়াও ছিল অন্য অনেক স্বপ্নের কথা ...

আমার বাড়িতে ২টো ফোন রয়েছে একটা মায়ের আর একটা বাবার। আমি যেহেতু ছোট তাই আমার বাবা ফোন ধরতে দেয় না, তবে মায়েরটা মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে পারি। আর বাবা যখন জমিতে যায় তখন টুক করে কার্টুন দেখি। আমার কার্টুন দেখতে খুব ভালো লাগে । আমি এমন একটা ফোন চাই যার মাধম্যে আমি পড়াশুনা করতে পারবো । আমার স্বপ্ন আমি ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হতে চাই। আমার ফোনটা প্রয়োজন কারণ আমার যখন পেশেন্ট হবে তারা আমার সাথে যোগাযোগ করবে। আমি যদি বাড়িতে না থাকি তাহলেও কেউ অসুস্থ হলে যেন আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারে । আমার জীবনের এটা সব থেকে বড় স্বপ্ন।

আমি রোজগার করে একদিন একটা আইফোন কিনবো

আমি হাতের কাজ করে ফোনের সাহায্যে সেগুলো বিক্রি করে রোজগার করবো

আমার ফোন থেকে আমি ইচ্ছে মতন গেম খেলবো

ফেসবুকে নিজের আকাউন্ট খুলবো আমার ভালো ভালো বন্ধু হবে

প্রিয় বন্ধুদের সাথে যতক্ষণ ইচ্ছে চ্যাট করবো

আমার বাড়িতে আমি , মা আর দাদা থাকি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখনই বাবা মারা যায়। ছোট থেকে মা এইদিকে ওইদিকে রোজগার করে আমাদের বড় করে তোলে। আমার স্বপ্ন আমার বন্ধুদের মতন একটা স্মার্ট ফোন আমার কাছে থাকবে । আমার ঘুরতে যাওয়ার মুহুর্ত গুলো , বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর মুহুর্ত গুলো আমি আমার ফোনে ছবির মাধ্যমে নিজের কাছে আগলে রাখবো । বন্ধুদের পাশে যখন আমি বসে থাকি তখন আমার খুব খারাপ লাগে খুব কষ্ট হয় আমার কারণ আমার কাছে স্মার্ট ফোন নেই , বন্ধুরা মোবাইলে গেম খেলে আর ওদের পাশে বসে ওদের খেলা গুলো দেখে মজা করি। যখন করোনা সময় স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর বাড়ি থেকে পড়াশুনা করেছিল সবাই ফোনের মাধ্যমে , তখন আমি পড়াশুনা করতে পারেনি আমার ফোন নেই বলে। আমার ক্লাসের অন্য বন্ধুদের থেকে আমি অনেক পিছিয়ে পড়েছিলাম। আমার কাছে ফোন থাকলে হয়তো আমিও অন্যদের মত ভালো পড়াশুনা করতাম। আমার কাছে এখন একটা বোতাম ফোন আছে আর এই ফোন দিয়ে আমার কিছুটা প্রয়োজন মিটে যায়, যখন মন খারাপ থাকে বন্ধুদের এই ফোন দিয়ে কল করি। একটু দেরি হলেও খুব তাড়াতাড়ি আমার ইচ্ছা আমার স্বপ্নের একটা ভালো স্মার্ট ফোন আমি অবশ্যই নেব।

আমার একটা স্মার্টফোনের খুব ইচ্ছে আছে । আমার ছোট থেকে নাচ করতে খুব ভালবাসি । আমি যখন নাচ করি তখন আমি সব থেকে বেশি আনন্দ পাই । যেহেতু বাবার ভালো কাজ নেই তাই আমাকে নাচের ক্লাসে দিতে পারেনি । তবে আমি টিভি দেখে অনেকটা শিখেছি । কেবেল কানেকশন নিলে টাকা লাগে আর কয়েক মাস থেকে যেহেতু বাবা টাকা দিতে পারেনি তাই টিভি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে । আমার বন্ধুর কাছে একটা স্মার্টফোন আছে, তার ফোন থেকে মাঝে মাঝে ইউটিউব থেকে নাচের ভিডিও দেখে নাচ করি । আমার স্বপ্ন আছে একটা স্মার্টফোন নেওয়ার যেটা দিয়ে আমি নাচের ভিডিও বানাবো, রিল বানাবো এবং অনেক মানুষ সেটা দেখবে আর অনেক লাইক পাবো, আমার অনেক ফ্যান হবে । সেখানে যদি অনেক ফলোয়ার হয় তাহলে আমি সেখানে টাকা পাবো আর সেই টাকা দিয়ে বাড়ীতে সবার ইচ্ছাপুরণ করতে পারবো । আমার ফ্যানেদের সাথে তুলে সেই ছবিগুলোই ইন্সটাগ্রামে শেয়ার করবো ।

আমি ভিভো ফোন নিতে চাই কারন ভিভোতে অনেক ভালো ভালো ছবি তোলা যায় এবং দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। আমাদের স্কুলের একটা গ্রুপ আছে সেখানে আমাদের স্যার অনেক নোট শেয়ার করে কিন্তু আমি সেগুলো পাই না কারন আমার কাছে বড়ো ফোন নেই। তবে আমার মনে হয় আমাদের যাদের ছোট ফোন আছে সেই ফোনে যদি হোয়াটসআপ থাকতো তাহলে খুব ভালো হত। তাহলে আমাদের মতো পরিবার যারা বড়ো ফোনের স্বপ্ন দেখে কিন্তু নিতে পারে না তাদের প্রয়োজন কিছুটা হলেও মেটাতে পারতো । আমার কাছে যদি বড়ো ফোন থাকতো তাহলে আমার দাদা যে ৩ বছর আগে কাজের জন্য বাইরে গেছে তাকে প্রত্যেকদিন দেখতে পারতাম। আমি ৩ বছর থেকে দাদাকে দেখিনি । অন্যের ফোন চাইলে দেয় না আমরা গরীব বলে। তবে আমার যখন ফোন হবে তখন আমি সবাইকে কথা বলতে দেবো ।

আমার কাছে আইফোন থাকলে সবার নজর আমার দিকে আসবে আর সবাই আমাকে ছবি তুলে দিতে বলবে

আমি ভিডিও তৈরি করে ইউটিউব এ দেবো আর আমার তৈরি ভিডিওতে আরও অনেক লাইক পাবো

TALASH
Society for Inner Strength, Peace & Equality
Address:
A/81, Bapuji Nagar, Jadavpur, Kolkata,
West Bengal 700092

E-mail:
talashsociety@yahoo.com

সহযোগিতায়
APC
ASSOCIATION FOR PROGRESSIVE COMMUNICATIONS

সম্পাদনা - শৌভিক বসু

বিঃ দ্রঃ - এই পত্রিকাতে ছবি এবং গল্প ব্যবহার করার সময় তালাশ এর শিশু সুরক্ষা নীতি মেনে চলা হয়েছে ।

মশগুল এর সাংবাদিক হতে ইচ্ছুক ছেলেমেয়েরা যোগাযোগ করতে পারে তালাশ এর ঠিকানাতে